Nature of Curriculum.

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ভর

পাঠক্রম হল শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যেমন উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে থাকে তেমনি জাতীয় ও সামাজিক লক্ষ্যও পূরণ হয়ে থাকে। তাই জাতীয়, সামাজিক ও শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে পাঠক্রম সংগঠিত হয়ে থাকে।

সমষ্টিমূলক

শিক্ষার লক্ষ্য হল শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটানো। তাই যে কোনো পাঠক্রম এমন কতকগুলি অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে যেগুলি সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে।

পরিবর্তনশীল

সমাজে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের ফলে সমাজের চাহিদা ও ব্যক্তির চাহিদার মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এই পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সংগতি রেখে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচন হয়ে থাকে।

নির্বাচনধর্মী

শিশুর জীবন বিকাশের স্তর অনুযায়ী পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচিত করা হয়, তাই পাঠক্রমটি হল নির্বাচনধর্মী, পাঠক্রমের বহুবিধ বিষয়বস্তুর মধ্যে শিক্ষার্থী তার সামর্থ্য ও প্রবণতা অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করে থাকে।

বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান নির্ভর

আধুনিক শিশুকেন্দ্রীক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর সামর্থ্য প্রবণতা, চাহিদা, আগ্রহ ইত্যাদি অনুযায়ী অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানসম্মত ও বিজ্ঞান নির্ভর পদ্ধতির মধ্যে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়। তাই পাঠক্রম বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানসম্মত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

সমন্বয়ধর্মী :

একটি আদর্শ পাঠক্রমের সব ধরণের অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটে থাকে, যেমন — দৈহিক বিকাশ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা, জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা, সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ইত্যাদি। অর্থাৎ পাঠক্রমে বহুমুখী বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় ঘটে।

Different Types of Curriculum :—

প্রতিটি দেশের শিক্ষার নির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় হল পাঠক্রম। ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক্রমের পরিবর্তনের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন থেকেই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পাঠক্রমের উদ্ভব ঘটেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচলিত পাঠক্রমগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে তা আলোচনা করা হল—

A. বিষয়ভিত্তিক / গতানুগতিক পাঠক্রম
Subject Centered or Traditional Curriculum

B. কর্মকেন্দ্রীক পাঠক্রম (Activity Curriculum)

C. অভিজ্ঞতা ভিত্তিক পাঠক্রম (Experience based Curriculum)

D. অবিচ্ছিন্ন / সমন্বয়িত পাঠক্রম (Undifferentiated or Integrated Curriculum

E. জীবনকেন্দ্রীক পাঠক্রম (Life Centric Curriculum)

A. বিষয়কেন্দ্রীক / গতানুগতিক পাঠক্রম
Subject Centered or Traditional Curriculum

যে পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় তাকে বিষয়ভিত্তিক বা গতানুগতিক পাঠক্রম বলে।

সুবিধা :

▷ বৌদ্ধিক বিকাশ :

গতানুগতিক পাঠক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়তা করা। এই পাঠক্রমে সহায়তায় শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি বিচারক্ষমতা ও সমস্যাসমাধানের ক্ষমতার বিকাশ ঘটে।

▷ সহজ সংগঠন

গতানুগতিক পাঠক্রম রচনার জন্য বিশেষ কোনো বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয় না বলে এই পাঠক্রম সহজেই সংগঠিত করা যায়।

▷ সহজে পরিচালনা

এই পাঠক্রম যেকোনো শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে সহজে পরিচালনা করতে পারেন। এই পাঠক্রম বিষয়ভিত্তিক হওয়ায় শিক্ষার্থীরা তা গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করে

▷ ডিগ্রি অর্জন

এই পাঠক্রম আয়ত্তের পর শিক্ষার্থীরা ডিগ্রি অর্জন করতে পারে। এই ডিগ্রি শিক্ষার্থীকে তার ভবিষ্যৎ জীবনে স্বনির্ভরতা লাভে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

▷ ভিন্নধর্মী বিষয়ের সমন্বয়

এই পাঠক্রমে কতকগুলি বিষয় বা তথ্যের সমন্বয় ঘটে এর ফলে যে কোনো শিক্ষার্থী অনেক কম সময়ের মধ্যে অনেক বেশি বিষয় বা তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

▷ নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক

গতানুগতিক পাঠক্রম একটি নির্দিষ্ট সময় ও স্তরের জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। ফলে শিক্ষার্থীকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা আয়ত্ত করতে হয়।

সীমাবদ্ধতা :